আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইন: ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইন: ০১৭১৫ ২২০২২০

পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার

আপনার অধিকার ও পুলিশের কর্তব্য

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৫

মুদ্রণ: এক্সিকিউট

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড,কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২)৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd, ওয়েব: www.blast.org.bd

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান
এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

This pamphlet has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this pamphlet are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আপনি কি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন? আপনি কি এই সহিংসতার প্রতিকার চান?

পারিবারিক সহিংসতা বলতে বোঝায় পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতি করা।

[ধারা-৩, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০]

"পরিবার" কী?

রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক ও দত্তক বা যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে একই বাড়ীতে একসঙ্গে বসবাস করাকে পরিবার বলে।

পারিবারিক সম্পর্ক কী?

রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক ও দত্তক বা যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন সম্পর্ক।

পারিবারিক সহিংসতা কি ধরণের?

- **শারীরিক নির্যাতন:** এমন কোন কাজ বা আচরণ যার দ্বারা কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- **মানসিক নির্যাতন:** মৌখিক নির্যাতন, যেমন; গালি-গালাজ, ধমক দেয়া ইত্যাদি, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি বা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।
- **যৌন নির্যাতন:** এমন প্রকৃতির যৌন আচরণ যার দ্বারা শারীরিকভাবে আঘাত করা হয় কিংবা কোনো ব্যক্তির 'সম্ভ্রম', 'সম্মান' বা 'সুনামের' ক্ষতি হয়।

- **আর্থিক ক্ষতি:** আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বা তার উপর বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা।

পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার কি?

পরিবারের গণ্ডির মধ্যে নারী ও শিশুকে সহিংসতা থেকে সুরক্ষার জন্য ০১ নভেম্বর, ২০১০ থেকে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' কার্যকর হয়েছে যার আওতায় নারী ও শিশু পরিবারের মধ্যে সুরক্ষিত হবে। তবে এই আইনের আওতায় কিছু অপরাধ আছে যার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ও সাজা দেয়া যায়।

পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ বা আবেদন কে এবং কোথায় দায়ের করতে পারেন?

সংশ্লিষ্ট বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে:

- পারিবারিক সহিংসতার শিকার যে কোন ব্যক্তি সরাসরি আবেদন দায়ের করতে পারেন অথবা,
- তার পক্ষে কোন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী বা অন্য যেকোন ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন (অর্থাৎ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী, সমাজ উন্নয়ন কর্মী, নারী অধিকার কর্মী, প্রতিবেশী ও যেকোনো সচেতন নাগরিক)

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন -এ পারিবারিক সহিসংতার শিকার নারী ও শিশুরা কী কী প্রতিকার পেতে পারেন?

অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ

পারিবারিক সহিসংতার প্রতিকার পাওয়ার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আবেদন করলে, আদালত আবেদনের সাথে উপস্থাপিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে পারিবারিক সহিংসতা ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক একতরফাভাবে অন্তর্বতীকালীন সুরক্ষা আদেশ প্রদান করতে পারেন।

সুরক্ষা আদেশ

আদালত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করে প্রতিপক্ষকে নিম্নোক্ত কাজ করা হতে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারেন:

- পারিবারিক সহিংসতামূলক কোন কাজ সংঘটন, সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা প্রদান
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সচরাচর যাতায়াত করে এমন স্থান, যেমন- কর্মস্থল, ব্যবসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত, লিখিত, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল বা অন্য কোন উপায়ে যোগাযোগ
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে পারিবারিক সহিংসতা থেকে রক্ষার জন্য সহায়তা করেছেন এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহিংসতামূলক কাজ

বসবাস আদেশ

আদালত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অনুকূলে নিম্নরূপ বসবাস আদেশ প্রদান করতে পারেন:

- প্রতিপক্ষকে অংশীদারী বাসগৃহে বসবাস ও যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ
- অংশীদারী বাসগৃহ থেকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বেদখল করা বা ভোগ দখলে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি সংক্রান্ত কাজ থেকে প্রতিপক্ষকে বারণ করা
- প্রয়োগকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা
- বিকল্প বাসস্থান বা অনুরূপ বাসস্থানের ভাড়া প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োগকারী কর্মকর্তাসহ অংশীদারী বাসগৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের আদেশ, যাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বাসস্থান থেকে তার ব্যক্তিগত ও মালিকানাধীন জিনিস পত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

ক্ষতিপূরণ আদেশ

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হলে বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দিতে পারবেন।

নিরাপদ হেফাজত আদেশ

আদালত এই আইনের অধীন আবেদন বিবেচনার যেকোন পর্যায়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সন্তানকে তার বা তার পক্ষে অন্য কোন আবেদনকারীর জিম্মায় অস্থায়ীভাবে সাময়িক নিরাপদ হেফাজতে রাখার আদেশ দিতে পারেন।

২০১০ সালের আইনে সংগঠিত অপরাধের প্রকৃতি কি?

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীন সংগঠিত যে কোন অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য।

সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি কী?

সুরক্ষা আদেশ বা তার কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে প্রতিপক্ষ অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। সুরক্ষা আদেশ বা তার কোন শর্ত পুনরায় লঙ্ঘন করলে প্রতিপক্ষ অনধিক ২ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

মিথ্যা আবেদন করলে শাস্তি কি হতে পারে ?

কোনো ব্যক্তি কারো ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে আইনসম্মত কারণ নেই জেনেও এই আইনে আবেদন করলে তিনি অনধিক ১ বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পারিবারিক সহিংসতা হতে প্রতিকার পাবার জন্য কারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারেন ?

প্রয়োগকারী কর্মকর্তা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাই হচ্ছে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা।

প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

- পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে

আদালতকে সহযোগিতা করা

- পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাবলি সম্পর্কে আদালতের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা
- ঘটনা জানার পর সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অনুরোধে আদালতের নিকট সুরক্ষা আদেশের আবেদন দায়ের করা
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাতে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা এবং বিনামুল্যে দরখাস্ত দাখিলসহ অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত আইনগত সহায়তা প্রদানকারী ও মানবাধিকার সংস্থা, মনস্তাত্ত্বিক সেবা প্রদানকারী, আশ্রয় নিবাস এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংরক্ষণ করা
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতি ও অভিপ্রায় অনুসারে তাকে আশ্রয় নিবাসে প্রেরণ এবং সে সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও আদালতকে অবহিত করা
- প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে তার অনুলিপি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও আদালতকে জানানো
- ক্ষতিপূরণ আদেশ প্রতিপালনের বিষয় নিশ্চিত করা

সেবা প্রদানকারী সংস্থা

সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

যারা বিশেষত নারী ও শিশুদের মানবাধিকার, আইনগত সহায়তা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, আর্থিক বা অন্য কোনো সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করে।

সেবা প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতির ভিত্তিতে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করা
- আদালত এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট অনুলিপি পাঠানো
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
- স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও থানায় পাঠানো
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আশ্রয় নিবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ
- আশ্রয় নিবাসে পাঠানোর বিষয়ে নিকটবর্তী থানায় অবহিত করা।

পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

কোনো পুলিশ অফিসার কোনো পারিবারিক সহিংসতার খবর পেলে তিনি সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবহিত করবেন:

- এ আইন অনুসারে তার প্রতিকার পাওয়ার অধিকার
- চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগ
- প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে সেবা পাওয়ার সুযোগ
- প্রয়োজনে সরকারি খরচে আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা পাওয়ার সুযোগ
- অন্য কোনো আইন অনুসারে প্রতিকার পাওয়ার উপায়।